112041 - অনারবী ভাষায় খোতবা দওেয়া

প্রশ্ন

জুমার নামাযরে ক্ষত্রেে কী করা আবশ্যকীয় দয়া করে আপনারা কি এ ব্যাপারে বস্তিারতি জানাতে পারনে? আমরা নজিদেরে ভাষায় বক্তৃতা শুনি। এরপর আযান দওেয়া হয়। এরপর আমরা চার রাকাত সুন্নত পড়ি। এরপর ইমাম আরবী ভাষায় খোতবা দনে। আমরা যা করি সটো কি সহহি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ফকিাহবদি আলমেগণ এ ব্যাপারে একমত য, খোতবা আরবীতে হওয়াই উত্তম। তবে আরবীতে হওয়া শর্ত কনিা এ ব্যাপারে তারা তনিটি মতে মতভদে করছেনে।

প্রথম অভমিত: যে ব্যক্তি আরবীতে খোতবা পশে করতে সক্ষম তার জন্য আরবীতে খোতবা দওেয়া শর্ত। এমনকি শ্রোতোরা যদি আরবী ভাষা না জাননে তবুও।

এটি মালকেী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাবরে মশহুর অভমিত।

[দখেুন: "আল-ফাওয়াকহিুদ দানী" (১/৩০৬), "কাশ্শাফুল ক্বনিা" (২/৩৪)।

দ্বতিীয় অভমিত: আরবীতে খোতবা দতিে সক্ষম ব্যক্তরি জন্য আরবীতে খোতবা দওেয়া শর্ত; তবে শ্রোতোদরে সকলে যদি আরবী ভাষা না জাননে তাহলে তনিি তাদরে ভাষায় খোতবা দবিনে।

শাফয়েী মাযহাবরে আলমেদরে নকিট এটাই সঠকি অভমিত। কছিু কছিু হাম্বলী আলমেও এ অভমিত ব্যক্ত করছেনে।

[দখেুন: ইমাম নববীর "আল-মাজমু" (৪/৫২২)]

তৃতীয় অভমিত: খোতবা আরবীতে হওয়া মুস্তাহাব; শর্ত নয়। খতীব আরবীর পরবির্তে তার নজিরে ভাষায় খোতবা দতিে পারনে।

এটি ইমাম আবু হানফিা ও কছিু কছিু শাফয়েী আলমেরে অভমিত।

[দখেুন: "রাদ্দুর মুহতার" (১/৫৪৩), "আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা" (১৯/১৮০)]

এই তৃতীয় অভমিতটইি সঠকি। সমকালীন বশে কছিু আলমে এ অভমিতটকিে মনোনয়ন করছেনে। যহেতেু খোতবা আরবীতে হওয়া আবশ্যককারী সুষ্পষ্ট কোন দললি উদ্ধৃত হয়নি। আর যহেতেু খোতবার উদ্দশ্যে হচ্ছ— উপদশে দওেয়া, শকি্ষা ও উপকার হাছলি হওয়া। উপস্থতি লোকদরে ভাষায় না হলে তো সটো অর্জতি হবে না।

রাবতো আলমে ইসলামীর অধভিুক্ত "ফকিাহ একাডমেী"-র সদ্ধিান্তে যা এসছেে সটো নম্নিরূপ: "সর্বাধকি ভারসাম্যপূর্ণ অভমিত হচ্ছ— যে সকল দশেরে মানুষ আরবীতে কথা বলে না সসেব দশেে জুমার খোতবা ও দুই ঈদরে খোতবা সহহি হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত নয়। তবে, ভাল হয় খোতবার ভূমকিা ও খোতবাতে অন্তর্ভুক্ত আয়াতসমূহ আরবীতে পশে করা; যাতে করে অনারবদরেকে আরবী ভাষা শুনতে ও কুরআন শুনতে অভ্যস্ত করা যায়। এটি আরবী শখো এবং যে ভাষায় কুরআন নাযলি হয়ছেে সে ভাষায় কুরআন পড়াকে সহজ করব।ে এরপর খতীব তারা (শ্রোতোরা) যে ভাষা বুঝে সে ভাষায় তাদরেকে উপদশে দবিনে।"[সমাপ্ত][কারারাতুল মাজমায়লি ফকিহি (পৃষ্ঠা-৯৯) (পঞ্চম অধবিশেন, পঞ্চম সদ্ধিান্ত)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এমন কোন হাদসি সাব্যস্ত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, জুমার খোতবা আরবীতে হওয়া শর্ত। বরঞ্চ তনিি জুমার খোতবা ও অন্যান্য খোতবা আরবী ভাষায় দতিনে যহেতেু তাঁর নজিরে ভাষা আরবী এবং তাঁর সমাজরে লোকদরে ভাষাও আরবী ছলি। তাই তারা যে ভাষা বুঝে তনিি সে ভাষায় তাদরে মাঝে খোতবা দতিনে, দকিনর্দিশেনা প্রদান করতনে ও তাদরেকে স্মরণ করয়িে দতিনে। কন্তিু তনিি রাজাবাদশাদরে কাছওে আরবী ভাষায় চঠিপিত্র পাঠয়িছেনে। তনিি জানতনে যে, তাদরে ভাষা আরবী নয়। তনিি এটাও জানতনে যে, তারা তাদরে ভাষায় অনুবাদ করয়িে চঠিরি মর্ম বুঝে নবি।ে

এর আলোকে যে সকল দশেরে অধবিাসীরা আরবী জানে না কংিবা বশেীর ভাগ মানুষ আরবী জানে না সখোনকার জুমার খতীবরে জন্য আরবীতে খোতবা (ভাষণ) দওেয়া জায়যে। এরপর সে খোতবা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ পশে করবনে; যাতে করে লোকেরো কী উপদশে ও নসীহত করা হল সটো বুঝতে পারে এবং উপকৃত হতে পার।ে

খতীবরে জন্য জুমার খোতবা স্থানীয় অনারবী ভাষায় পশে করাও বধৈ। এভাবে খোতবা দলিে দকিনর্দিশেনা প্রদান, শকি্ষাদান, উপদশে প্রদান ও নসীহত করা সম্পন্ন হয়, খোতবার উদ্দশ্যে বাস্তবায়তি হয়।

তবে আরবীতে খোতবা দয়িে সটো শ্রোতোদরে ভাষায় অনুবাদ করাটা উত্তম। এতে করে খোতবা প্রদান ও চঠিপিত্র প্রদানরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ অটুট রাখা এবং খোতবার উদ্দশ্যে বাস্তবায়ন করা উভয়টার মাঝে সমন্বয় সাধতি হয়। তাছাড়া এ সংক্রান্ত আলমেদরে মতভদেরে ঊর্ধ্বে থাকা যায়।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা

(৮/২৫৩)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

"খুব সম্ভব অধকি নকিটবর্তী অভমিত হচ্ছে (সঠকি ইলম আল্লাহ্র কাছ) এ মাসয়ালায় অবস্থাভদে ভন্নি ভন্নি অভমিত দওেয়া। বলা হব: যদি মসজদিরে অধকিাংশ উপস্থতিি অনারব হয়; যারা আরবী বুঝে না; তাহল অনারবী ভাষায় খোতবা দতিে কোন আপত্তি নইে। কংিবা আরবী ভাষায় খোতবা দয়িে পর এর অনুবাদ পশে করা।

আর যদি অধকিাংশ উপস্থতিি আরবী ভাষা বুঝনে এবং মোটামুটি ভাবটুকু তারা আয়ত্ব করতে পারনে তাহল উত্তম হচ্ছ আরবী ভাষায় খোতবা দওেয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শরে বরখলোফ না করা। বশিষেতঃ সালাফগণ এমন সব মসজদিে খোতবা দতিনে যখোন অনারবরা থাকত। কন্তিু এমন কোন উদ্ধৃতি নাই য, তারা খোতবা অনুবাদ করতনে। কনেনা তখন আধপিত্য ছলি ইসলামরে এবং নতেৃত্ব ছলি আরবী ভাষার।

আর অন্য ভাষায় খোতবা দওেয়া জায়যে হওয়ার পক্ষ শরয়িতে একটি দলিল রয়ছে। তা হল আল্লাহ্র বাণী: "আমি প্রত্যকে রাসূলক তার স্বজাতরি ভাষা নয়িে (ভাষাভাষী কর) পাঠয়িছে, যাত স তাদরে কাছ (আল্লাহ্র বার্তা) বুঝয়িে বলত পার।"[সূরা ইব্রাহমি, আয়াত: ৪]

এ মর্ম আরকেটি দলিল হল সাহাবায় করোম যখন পারস্য, রোম ইত্যাদি অনারব দশে অভযিান পরচিালনা করছেনে তখন তারা অনুবাদকদরে মাধ্যম তাদরেক ইসলামরে দাওয়াত দয়োর আগ তাদরে বরিুদ্ধ লড়াই করনেনি।"[মাজমুউ ফাতওয়া বনি বায (১২/৩৭২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"এ মাসয়ালায় সঠকি অভমিত হচ্ছ উপস্থতি মুসল্লগিণ য ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝ না খতীবরে জন্য স ভাষাত খোতবা দওেয়া জায়যে। যদি উপস্থতি লোকজন আরব না হয় এবং আরবী ভাষা না জান তাহল খতীব তাদরে ভাষাত খোতবা দবিনে। কনেনা এটাই হচ্ছ তাদরেক বুঝানোর মাধ্যম। খোতবার উদ্দশ্যে হচ্ছ বান্দাদরে কাছ আল্লাহ্র সীমারখোগুলোর ববিরণ দওেয়া, তাদরেক উপদশে দওেয়া, দকিনর্দিশেনা দওেয়া। তব কুরআনরে আয়াতগুলো আরবীত বলা আবশ্যকীয়। এরপর উপস্থতি লোকদরে ভাষায় তাফসীর করা। খোতবা স্থানীয় ভাষায় হওয়ার দলিল হচ্ছ আল্লাহ্র বাণী: "আমি প্রত্যকে রাসূলক তার স্বজাতরি ভাষা নয়িে (ভাষাভাষী কর) পাঠয়িছে, যাত স তাদরে কাছ (আল্লাহ্র বার্তা) বুঝয়িে বলত বোঝাত পার।"[সূরা ইব্রাহমি, আয়াত: ৪]

আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট করে দয়িছেনে য, ববিরণ হত হব সম্বোধতিরা য ভাষা বুঝ স ভাষায়। এর আলোক খতীব অনারবী ভাষায় খোতবা দতিে পারনে। তব যখন কোন আয়াত তলোওয়াত করবনে তখন অবশ্যই আরবী ভাষায় করবনে; য

ভাষায় কুরআন নাযলি হয়ছে। এরপর উপস্থতিলিোকদরে ভাষায় তাফসীর করবনে।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (ফাতাওয়াস সালাত/সালাতুল জুমুআ)]

দখেুন: 984 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

জুমার নামাযরে কাঠামোই পরবির্তন হয়ে যাওয়া উচতি নয়; যমেনটি প্রশ্নে উল্লখে করা হয়ছে; তথা দুটো খোতবা প্রদান করা। একটি খোতবা স্থানীয় ভাষায় আযানরে আগে। আরকেটি খোতবা আরবী ভাষায় আযানরে পরে। বরং উচতি হচ্ছে হয়তো স্থানীয় ভাষায় খোতবা দবিনে। কংিবা আরবী ভাষায় খোতবা দবিনে এবং সাথে সাথে খতীব মম্বির থকেইে অনুবাদ করে দবিনে।

যারা আরবী ভাষা জাননে না তাদরে সৌজন্যে মসজদিে হারামরে জুমার খোতবা বভিন্নি বদিশেী ভাষায় অনুবাদ করা সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হলে জবাবে তনিি বলনে: "উল্লখেতি বষিয়ে আমরা একমত পোষণ করি না। জুমার নামাযরে আগে বা পরে খোতবা দওেয়া যায় না। যদি উদ্দশ্যে হয় যারা আরবী ভাষা বুঝে না তাদরে কাছে খোতবার মর্ম পৌঁছানো তাহলে জুমার নামায ব্যতীত অন্য কোন সময় রডেওির প্রোগ্রামরে অংশ হসিবেে খোতবা অনুবাদ করা যতেে পার।"[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (৩/২০)]

আমরা সকল মুসলমিকে আরবী ভাষা শখোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। যহেতেু এটি কুরআনরে ভাষা। এর মাধ্যমে শরয়িতকে বুঝা যাব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসিরে মর্ম অনুধাবন করা যাব।

শাইখ রশদি রযো (রহঃ) বলনে:

"আমরা একাধকিবার ব্যাখ্যা করছে যি, আরবী ভাষা জানা প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি। কনেনা দ্বীন বুঝা, দ্বীনরে অনুশাসনগুলো বাস্তবায়ন করা, দ্বীনরে ফরযগুলো আদায় করা— এ সবই আরবী ভাষা বুঝার ওপর নর্িভরশীল। এ ভাষা ব্যতীত এগুলোর পালন শুদ্ধ হয় না। জুমার খোতবা আরবীতে হওয়া তাগদিপূর্ণ হওয়ার দকি থকেে ও সাব্যস্ত হওয়ার দকি থকেে অপক্ষোকৃত নম্নিপর্যায়রে। যদওি জুমার খোতবা সবচয়েে বড় শক্ষিামূলক অনুষ্ঠান।

ইসলামরে প্রথম যুগে যে সকল অনারব ইসলামে প্রবশে করত তারা অবলিম্বে আরবী ভাষা শখিত; যাতে করে তারা কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে পার। ভাষাগত বন্ধন ব্যতীত উম্মাহর ঐক্য সাধতি হবে না। সাহাবায়ে করোম যে দশেগুলো বজিয় করতনে তারা সখোনে মানুষরে উদ্দশ্যে আরবী ভাষায় খোতবা দতিনে।

যে দশেগুলোতে সাহাবায়ে করোম প্রবশে করতনে কছিুদনি যতেে না যতেইে ইসলামরে প্রভাবে অল্প সময়রে মধ্যে সে দশেরে ভাষা সাহাবায়ে করোমরে ভাষায় পরবির্ততি হত; দুনয়িাবী কোন উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত কংিবা বাধ্যবাধকতার শক্তি আরোপ

ব্যতীত। যদি সাহাবায়ে করোমরে দৃষ্টভিঙ্গি এমন হত যে, অনারবদরে মধ্যে যারা সাহাবীদরে ধর্ম গ্রহণ করে তাদরে ভাষার অনুমোদন করা তাহলে সাহাবায়ে করোম দরেী না করে ঐসব ভাষা শখিতনে এবং ঐ সব ভাষায় ইসলামরে ফরয আমল ও ইবাদতসমূহ পালন করতনে। এভাবে রোমানভাষী রোমানভাষী থকেে যতে। ফার্সভিাষী ফার্সভিাষী থকেে যতে। এমনটাই চলতে থাকত।

আজ আমরা মুসলমি উম্মহর মাঝে ভাষাগত যে ব্যবধান দখেতে পাই সটো অপ-রাজনীতরি সবচয়েে বড় কুফল। ওসমানী ও ইরান সাম্রাজ্যদ্বয় যদি সর্বস্তরে আরবী ভাষার ব্যবহারকে নশ্চিতি করার চষ্টো না করে তবে এমন একদনি আসবে যদেনি তারা এর জন্য অনুতপ্ত হবে। ভারতে যে সংস্কার চলছে কংিবা অন্য কোন মুসলমি দশেে যে সংস্কার চলছে আমরা সটোকে গণায় ধরি না; যদি না আরবী ভাষা শখোকে প্রাথমকি শক্ষিার মরেুদণ্ড গণ্য করা হয় এবং আরবীকইে জ্ঞানরে ভাষা হসিবেে গ্রহণ করা হয়।"[সমাপ্ত][মাজাল্লাতুল বায়ান (৬/৪৯৬)]

চার:

জুমার আগে চার রাকাত সুন্নত: জুমার আগে কোন সুন্নত নইে। বরং জুমার আগে সাধারণ নফল নামায রয়ছে; কোন সংখ্যা নর্িধারণ করা ব্যতীত। ইতপূির্বে 6653 নং ও 14075 নং প্রশ্নোত্তরে এ বষিয়ে আলোচনা করা হয়ছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।